ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২২৪

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর,২০১৮

আগরতলার এন আই টি-তে ইসরোর সেন্টারের উদ্বোধন
পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়নে ইসরোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

শিক্ষা, শিল্প ক্ষেত্র, প্রযুক্তি ক্ষেত্র যখন সরকারের নীতির সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করবে, তবেই যে কোনও রাজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। ইসরো সেই দিশাতেই কাজ করছে। আজ ব্যাঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগরতলা এন আই টি-তে ইসরো দ্বারা স্থাপিত স্পেস টেকনোলজি ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে হীরা বানাতে চাইছেন। হীরা সেই অর্থে হাইওয়েজ, আইওয়েজ, রেলওয়েজ এবং এয়ারওয়েজ উন্নয়নের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিকে দেশের অন্যান্য বড় রাজ্যগুলির সাথে জুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী হীরা বানানোর পাশাপাশি অষ্টলক্ষ্মী হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে আখ্যায়িত করে এই অঞ্চলকে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও সমৃদ্ধ করতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভৌগোলিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা অন্যান্য বড় রাজ্য থেকে অনেক দূরে রয়েছে। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে বর্তমানে ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। রাজ্যে ব্রডগেজ চালু হওয়ার ফলে রাজধানী এক্সপ্রেস সহ হামসফর, ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেস আগরতলা থেকে চালু হয়েছে। সম্প্রতি দেওঘর এক্সপ্রেসও চালু করা হয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরায় গুয়াহাটির পর সবচেয়ে বেশি উড়ান চলাচল করে।

বড় বড় রাজ্যগুলির তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প উন্নয়নের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির তথ্য-প্রযুক্তি, শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে ইসরোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী গরিব জনগণের জন্য বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে গরিবদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা, উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস সংযোগ দেওয়া, সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুৎ পৌঁছানো, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে বীমার সুবিধা প্রদান করা ইত্যাদি এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে। এছাড়াও সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে দেওয়া তাঁর ১৫ আগস্টের ভাষণে বলেছেন যে, ভারতের মহাকাশযাত্রী ২০২২ সালের মধ্যে ভারতের পতাকা নিয়ে চাঁদে অবতরণ করবেন। ইসরোও সেই দিশাতেই কাজ করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য শিল্পোদ্যোগীদের আরও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান ত্রিপুরা সরকার সেই লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের রাজ্যে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম চালু করেছে। এছাড়াও পি পি পি মডেল-এর ব্যবস্থাও রাজ্যে চালু রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সাব্রুমে ফেণী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুটির কাজ ২০১৯-এর ডিসেম্বরে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর-এর সাথে ত্রিপুরার দূরত্ব অনেকটাই কমে যাবে। এই সেতুটি নির্মাণের ফলে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বিজনেস হাব হয়ে উঠবে।

***২-এর পাতায়

তিনি বলেন, ত্রিপুরার ক্যুইন আনারসকে ইতিমধ্যেই রাজ্য ফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরাকে পরিবেশবান্ধব রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের দেশে সেল ফোন তৈরি করা হয়, কিন্তু তার প্রয়োজনীয় পার্টসগুলি আমাদের দেশে তৈরি হয় না। এই মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে এই পার্টসগুলি যখন আমাদের দেশে তৈরি হবে তখন ঘরে ঘরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর রাজ্যে ই-স্ট্যাম্পিং, ই-গেজেট, ই-টেন্ডারিং, ই-পি ডি এস, ই-চৌপাল, স্বচ্ছ নিয়োগনীতি চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি কমন সার্ভিস সেন্টার চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এছাড়াও ত্রিপুরায় আই টি ক্ষেত্রে হাইস্পিড ইন্টারনেট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইসরোর চেয়ারম্যান কে শিবান বলেন, বর্তমানে সারা দেশে প্রচুর সম্ভাবনাময় ছেলে-মেয়ে রয়েছে। ইসরোর দায়িত্ব হচ্ছে এই সমস্ত সম্ভাবনাকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে কাজে লাগানো। এ ধরণের স্পেস টেকনোলজি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মসূচি এবং শিল্পক্ষেত্রের বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. এ এস কিরণ কুমার, আগরতলা এন আই টি-র ডিরেক্টর এইচ কে শর্মা, আই ই এস এ-এর চেয়ারম্যান অনিল কুমার মুনিস্বামী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসরোর সি বি পি ও ডিরেক্টর ড. পি ভি ভেঙ্কটাকৃষ্ণণ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আই ই এস এ এ-র ভাইস চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র চাড্ডা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারক উপর তুলে দেন ইসরোর চেয়ারম্যান ড. কে শিবান।

*****